প্রাক্‌কথন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের আমার নির্বাচিত বিষয় 'বিবর্তনের ধারায় প্রাক্‌ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্র'। যখন আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রী ছিলাম, তখন থেকেই মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ জন্মে এবং স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষে আমার 'বিশেষ পত্র' ছিল 'মধ্যযুগের মঙ্গল, আখ্যান ও অনুবাদ কাব্য।' তাই গবেষণার বিষয় নির্বাচনের সময় আমি মধ্যযুগের সাহিত্য থেকেই আমার বিষয় নির্বাচন করি। এই বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া।

মধ্যযুগের সাহিত্যে শিব একটি বিশেষ চরিত্র। তার পূর্বেও বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত, কালিদাসের কাব্যসমূহ ও বিভিন্ন পুরাণেও শিব চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে শিবের কাহিনী স্থানলাভ করেছে। এই শিব ভস্মভূষিত, শ্মশানবাসী, কামাচারী, বাঘছাল পরিহিত, সর্বাঙ্গে সর্পভূষণ, কোথাও তিনি কৃষক, আবার কোথাও বা তিনি ভিখারী। যদিও তিনি গৃহী, তবুও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সংসারে তাঁর অনাসক্তি, এমনই চারিত্রিক গুণাবলী সম্বলিত শিব চরিত্র আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই গবেষণার বিষয় হিসেবে শিব চরিত্রকেই বেছে নিয়েছি। শিব চরিত্রের বিবর্তন বিষয়ে গবেষণামূলক কাজটি করতে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও মূল্যবান পরামর্শ ছাড়া এই কাজটি সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হোত না, তাই তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী হয়ে রইলাম। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপকগণ তাঁদের সুচিন্তিত ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি, বিশেষ করে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকার প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ নমষ্কার ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে সহযোগিতা করেছন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীবৃন্দ। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, উত্তরদিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই গবেষণার কাজটি চলাকালীন আমাকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন আমার স্বামী শ্রী দেবাশিস্‌ দত্ত, আমার শাশুড়িমা শ্রীমতি কৃষ্ণা দত্ত এবং আমার কন্যা বেদত্রয়ী দত্ত, তারা আমার পরম আত্মীয়, ধন্যবাদ দিয়ে তাদের আন্তরিকতাকে ছোট করতে চাই না।

সবশেষে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি দ্রুত মুদ্রণের জন্য ভ্রাতৃপ্রতিম সুজিত রায় (শিবমন্দির) এবং তাপস সরকার (রায়গঞ্জ)-এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়াও যাঁরা কোন না কোন ভাবে আমাকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

নূপুর সেনগুপ্ত (দত্ত)

নূপুর সেনগুপ্ত (দত্ত)

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।
০৭.০৫.২০১৮